সমকাল

তারিখ: 30 APR 2017

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে দু'পক্ষ মুখোমুখি

■ রাজবংশী রায়

রাজধানীর খ্যাতনামা বেসরকারি চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে। বিবদমান দু'পক্ষ 'বাংলাদেশ মেডিকেল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএমএসআরআই)' ট্রাস্ট এবং গভর্নিং বডির মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে প্রতিষ্ঠানটিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দু'পক্ষ পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন, মামলা দায়ের এবং সর্বশেষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কয়েক মাস ধরে উভয়পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিএমএসআরআইর আওতায় বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বাংলাদেশ ডেন্টাল কলেজ নামে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। বিএমএসআরআই ট্রাস্ট এবং গভর্নিং বডি পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরাই বিএমএসআরআইর ট্রাস্টির সদস্য। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অবর্তমানে তাদের সন্তানরা বিএমএসআরআইর সদস্য। তারাই গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত করতেন। গভর্নিং বডির সদস্যরা দেখভাল করতেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কাজকর্ম। তবে আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ পুরো বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতেন বিএমএসআরআই সদস্যরা। তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও দুদক পৃথকভাবে তদন্ত করছে। এর পরই গত বছরের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে গভর্নিং বডি পুনর্গঠন করা হয়। একই সঙ্গে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পৃথক করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ থেকে প্রাপ্ত আয় উত্তোলনের ক্ষমতা পায় গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও কলেজের অধ্যক্ষ। আর হাসপাতালের নামে কেনা জমিতে গড়ে তোলা কলেজের ভবন কলেজের নামে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয় গভর্নিং বডি। এ অবস্থায় বিএমএসআরআইর ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় তারা গভর্নিং বডির ওপর ক্ষুব্ধ হয়। তার পর থেকে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে নামে ট্রাস্ট ও গভর্নিং বডি।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, বিএমএসআরআইর চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অভিযোগ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দুদকের নির্দেশনা অনুযায়ী গত ১১ জানুয়ারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সচিব বদরুন নেছার নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই তদন্ত কমিটি বিএমএসআরআই কর্মকর্তাদের দুর্নীতির তদন্ত করছে। বদরুন নেছা সমকালকে জানান, অনিয়মের বিষয়ে এখনও তাদের তদন্ত চলছে।

বিএমএসআরআই ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

কর্তৃপক্ষ মনে করে, গভর্নিং বডির সদস্যরা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এ কারণে দুদক ও মন্ত্রণালয় থেকে তাদের কর্মকাণ্ডের তদন্ত চালানো হচ্ছে। এর জের ধরে গত ৭ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালটির পরিচালক পদ থেকে অধ্যাপক আবদুর রউফ সরদারকে অব্যাহতি দিয়ে উপপরিচালক নাফিস আহমেদ চৌধুরীকে পরিচালক পদে নিয়োগ দেয় বিএমএসআরআই কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে গভর্নিং বডি অধ্যাপক ডা. আবদুর রউফ সরদারকে পরিচালক হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

হাসপাতালটির চিকিৎসক ও কর্মকর্তা সূত্র জানায়, ডা. আবদুর রউফ সরদারকে পরিচালকের পদ থেকে অপসারণের পর ১৪ মার্চ থেকে গভর্নিং বডির মাধ্যমে কর্মবিরতির ডাক দেন চিকিৎসক-কর্মকর্তারা। এ ঘটনায় ট্রাস্ট ২১ মার্চ আদালতের আশ্রয় নেয়। আদালতের নির্দেশে ওই কর্মবিরতি প্রত্যাহার হয়। এরপর ট্রাস্ট সদস্যদের হাসপাতালে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন গভর্নিং বডির সদস্যরা। গত ৪ এপ্রিল এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

বিএমএসআরআই ব্যবস্থাপনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সিদ্দিক উল্লাহ সমকালকে বলেন, প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকে ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এখনও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু চার-পাঁচজন চিকিৎসক ও কর্মকর্তা গভর্নিং বডির নাম ভাঙিয়ে হাসপাতালটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, গভর্নিং বডির কয়েকজন সদস্য তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। এরই অংশ হিসেবে তারা ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

অন্যদিকে গভর্নিং বডির পক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া অধ্যাপক ডা. আবদুর রউফ সরদার সমকালকে বলেন, বিএমএসআরআইর কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। চিকিৎসক ও কর্মকর্তারা তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন। তারা বহিরাগতদের নিয়ে চিকিৎসক-কর্মকর্তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। হিসাব শাখায় থাকা প্রায় ১০ লাখ টাকা তুলে নিয়ে গেছে। হাসপাতালে তারা একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে।

তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আইন অনুযায়ী গভর্নিং বডির মাধ্যমে হাসপাতাল চালালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
চীফ এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
চীফ, লাইব্রেরী
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর